ছিটে ফোঁটা - ১১

('অলৌকিক' ব্যাপারটা যে আসলে কি, জানিনা। কোনদিন দেখিওনি সেরকম কিছু। তবে জীবনের অসামান্য মুহূর্তগুলোকেই আমার কাছে কেন জানি অলৌকিক বলে মনে হয়।)

কাঁচা বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সাথে প্রায় আমার ওজনের সমান জিনিষপত্র। মাসের বাজার । এনিয়ে রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব। গাড়ী নাই। রিকশাও পাচ্ছিনা। অতএব কুলিই ভরসা। এদেশে এখনও এই পেশার লোকজন আছে। সাহেব, বিবিসাহেবদের সাথে তারা ঘুরে ঘুরে বাজার করে। বোঝা বয়। মুলোমুলিতেও কম যায়না।

দেখি মাঝবয়সী একজন মানুষ এগিয়ে আসছে। বয়স পঞ্চান্ন ছাড়িয়েছে। মাঝারী গড়ন। মাথার চুল সবই প্রায় সাদা। তবে অভাবে শরীর যতখানি নষ্ট হবার কথা অতখানি হয়নি। পরনে শতচ্ছিন্ন লুঙ্গী! উদোম গা। দেখি, এই লোকের গরিবিয়ানার কোন শেষই নাই। তার হাটা দেখে মনে হোল, আমার জিনিষপত্র ওঠাবে বলেই তার আসা। দরাদরি করার সুযোগ দিলনা তেমন। তার আগেই যত্ন করে ঝাঁকার মধ্যে রাখতে শুরু করল- আমার চাল, ডাল,আটা, চিনি। এক এক করে সব। এরপর বোঝা তুলে 'আসেন' বলে সোজা হাটা শুরু করল। কোথায় যাব, কত দেব, কি সমাচার ইত্যাকার কোন প্রশ্নেই সে গেলনা। আমার বাড়ী যদ্দুর তাতে হেটেই চলে যাওয়া যায়। হাঁটছি। দেখি, সে আমার আগে আগে যাচ্ছে। আশ্চর্য ! ওকি আমার বাড়ীও চেনে নাকি? পিছন ফিরে একবারও দেখছেনা আমি কোথায়! যাহোক, দোকানপাট, ফকির মিসকিন, হৈ চৈ, ভিড় ভাট্টা, সব ঠেলেঠেলে আগাচ্ছি। সাথে সাথে চোখও রাখছি কুলি মানুষটার দিকে। মিসিং হয় কিনা। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার কোমরের সাথে কি যেন একটা বাঁধা। দেখি একটা পুরনো ব্যাগ। ছেড়া। ময়লার একশেষ! ভিতরে কি যেন আছে। বোঝা গেলনা। হাড়ি পাতিলের মত লাগল। আবার একটু একটু শব্দও হচ্ছে। কি মনে হোল, পা চালিয়ে তার কাছাকাছি চলে আসলাম। প্রায় সাথে সাথে হাঁটছি। খামোখা কৌতূহল। ভাবছি, মানুষের কি হয়েছে যে তারা কোমরে হাড়ি বেঁধে ঘুরবে?

যাহোক, কোনকিছু বোঝার আগেই বাড়ী পৌঁছে গেলাম। সে গেটের সামনে এসে বোঝা নামাল। কৌতূহলের কাছে সব মানুষই নাছোড়বান্দা। আবার অবুঝও।। কাজেই সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসলাম '' এরমধ্যে কি?'' সে গা করলনা। সামান্য হেসে বলল ''ওই একটা জিনিষ'' । বুঝলাম অনিচ্ছের উত্তর। কৌতূহল মিটল না। উল্টো লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। বললাম 'কি জিনিষ?' এইবার সে আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল। যেন এত বড় আহাম্মক সে জীবনে দেখেনি। তার ওই রকম তাকানো দেখে এমন অস্বস্তি হতে লাগল যে বলার না। বুঝলাম 'ইনটারফেয়ারিং' ব্যাপারটা কেবল বড়লোকেরই না, গরীবেরও 'দুই চক্ষের বিষ'। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনমতে চোখ সরালাম। যেন দেখিইনি। যেন অন্যমনস্ক। যাহোক পয়সা দিতে যাব, ব্যাগ খুলে টাকা খুঁজছি। মাঝেমাঝে কি যে হয়, টাকা খুঁজেই পাইনা। কোথায় পড়ে থাকে, এদিক ওদিক! এরমধ্যে কি মনে করে সে বলল ''না থাকলে কম দাও, বেশী দিওনা।'' তাজ্জব! বলে কি এই লোক! কম দেব? যে দুনিয়ায় মানুষ পাওনার চেয়ে বেশী বুঝে নিচ্ছে, যেখানে পাগলেও বোঝে আপনা বুঝ, সেই দুনিয়ায় বসে বলে 'কম দাও'? নাকি আমার খোঁজাখুঁজি দেখে মনে করেছে টাকাই নেই? এমন অদ্ভুত কথার কি উত্তর হয় জানিনা। শুধু বললাম-''বেশী না চেয়ে কম চাচ্ছেন যে, কারণ কি?'' সে তেমন উত্তর করলনা। শুধু বলল- ''থাক,

কমই দাও''। বেশী চাইলে বুঝতাম। কম চাইছে বলে বুঝতে পারছিনা। ধরতেও পারছিনা এর রহস্য। যাহোক, কথা না বাড়িয়ে পাওনা মেটালাম। তার হিসেবে কম হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে আমার আশ্চর্য হবার বাকী ছিল।

অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি তার ছেড়া ময়লা কাপড়টা। মানুষ গরীব হয় জানি। তাই বলে এত! বললাম- ''একটু অপেক্ষা করেন।'' সে জানতে চাইল ''কেন?'' এদিক ওদিক কিছু না বলে বললাম-'' আপনাকে একটা জিনিষ দিতে চাই,যদি মনে কিছু না নেন-----'' সে হা চোখে জিজ্ঞেস করল ''কি?'' নরম হয়ে বললাম-''একটা কাপড়''। সে কেমন যেন চমকে উঠল! আর সঙ্গে সঙ্গেই এমন জোরে ''না- না'' করে উঠল যে আমার প্রায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কোনমতে সামলে বললাম- কাপড় না হোক সামান্য কিছু টাকা যদি------'' আমার অনুনয় সে আমলেই নিলনা। এমনকি তাকালোনা পর্যন্ত। । কেবল হেসে বলে উঠল, ''না না না, কিচ্ছু লাগবনা------কিচ্ছু লাগবনা এইসব'' বলতে বলতেই আমাকে রহস্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়ে সেই অচেনা মানুষ মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে চলে গেল!

তার আচমকা এই প্রত্যাখ্যানে আমার নড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত থাকলনা । হতভম্ব এবং তার চেয়েও বেশী অসহায়ের মত দাড়িয়ে থাকলাম। কি সহজ প্রত্যাখ্যান! কিছুই নেই অথচ কিছুই চায়না! কেবল সুস্থ শরীর আর সামান্য উপার্জনকে সম্বল করেও এত তৃপ্ত থাকে মানুষ! কঠিন প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অমন হাসিমুখে ! এই মানুষকে আমার অযাচিত দান করতে যাওয়াটা দুঃসাহস ছাড়া আর কি? স্পর্ধাও তো! আমার ভিতরের লজ্জিত মন, অপমান বোধ বলেই বসল সবাই কি নেয়? না চাইলেও সবাইকে দেয়া যায়? এ যেন কেবল আপত্তি নয়। নিষেধও নয়। অভাবকে প্রশ্রয় না দেবার সাফ সিদ্ধান্ত। যেন অভাব হলেই নেবার প্রয়োজন পড়েনা মানুষের। অভাব মানে দরিদ্রতাও নয়। দরিদ্রতা, সে ভিন্ন জিনিষ। আর প্রয়োজনের কাছে সবসময় নত হয়ে থাকাও অর্থহীন। যদিও প্রয়োজনের কাছে মানুষের পরাজিত হবার ইতিহাস বহুকালের। এবং অভাবী হয়ে থাকারও।
তার প্রত্যেকটা 'না' কিভাবে যে বিদ্ধ করল আমাকে! কোনটা উপেক্ষা। কোনটা তাচ্ছিল্য। কোনটা হয়ত আমাকে সতর্ক থাকার গোপন ইঙ্গিত হয়ে ! সব নিয়ে আমি প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। আমার এতদিনের পুরনো বিশ্বাস, ধ্যান ধারনা আর পোষা চিন্তাগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে থাকল। একেই কি জব্দ হওয়া বলে? নীতির কাছে? দৃঢ়তার কাছে? সমুচিত প্রত্যাখ্যানের কাছে? এবং সবার আগে, পরিতৃপ্ত এক হৃদয়ের কাছে? হয়ত।

বুঝিনা, চূড়ান্ত অভাব বলে সত্যিই কি কিছু আছে এই দুনিয়ায়? প্রয়োজন ব্যাপারটাই বা আসলে কি? রোগ? ব্যাধি? নাকি ভয়? নাহলে তাকে মেটাবার জন্যে কেন এত যুদ্ধবাজি মানুষের? না মেটা পর্যন্ত কেনইবা দুশ্চিন্তার শেষ থাকেনা তার? অশান্তি যায়না? এ কি তবে মানুষের হাতে গড়া সেই দানব, অতি প্রশ্রয় যে নির্দয়ের মত গ্রাস করে ফেলেছে মানুষের সর্বস্ব? তার মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, দয়াধর্ম, শান্তি-স্বস্তি, এমনকি তার সরল নিঃস্বার্থ প্রাণটা পর্যন্ত ?

দেখি, একজোড়া চোখ না থাকার কষ্ট নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে জীবনভর, অভিযোগ বিহীন। আবার দশজোড়া চশমা থাকলেও মন ওঠেনা, এই মানুষেরই। তরতাজা সেই চোখের খিদে আর মেটেনা! সুস্থ শরীর পাওয়ার সৌভাগ্য যে মানুষকে নাড়া দেয়নি, বিস্তর পোশাক না পাওয়ার দুঃখই তাকে অনর্থক কাবু করে ফেলেছে। পৃথিবীর মানুষ বস্তুতঃ চায়। পারলে তারা আদায় করে । উসুল করে। । বুঝে

নেয়। প্রাপ্য এবং অপ্রাপ্য। সবই। 'প্রয়োজন'- যার শেষ বলে কিছু নেই, তারই শেষ দেখতে চায় মানুষ। যেন পরিষ্কার বোঝাতে চায়, লেনদেন ছাড়া কি আছে এই দুনিয়ায়?
অথচ জগত ভরে ছিল কত ঐশ্বর্য! এই আকাশ আর মাটির মাঝখানে প্রাচীন শেকড় বাকড়, ঘর গেরস্থালী জড়িয়ে কত প্রাণ! সন্তান সন্ততি ঘিরে কত মায়া! আকাশ খোলা বর্ষণ। ভরা শস্যের মাঠ। বুকভরা নিঃশ্বাস । বিধাতার কত স্নেহময় দান! তবু অভাব যায়না মানুষের! অতৃপ্তি ফুরায় না!
প্রয়োজনকে ঘিরে মানুষের অর্থহীন প্রতিযোগিতা দেখেছি। অপচয় দেখেছি। নির্মম স্বার্থপরতাকে দেখেছি। ক্ষোভ আর হতাশাও। শুধু অভাবকে তাচ্ছিল্য করার এমনতর সাহস আমি মানুষের মধ্যে দেখিনি দীর্ঘদিন।

আমার চারপাশ আলো করে দাড়িয়ে ছিল ফুলভরা টগরের গাছ। আর মাথার উপর একটা দরাজ নীল আকাশ। এর মাঝখানে দাড়িয়ে মনে হলো, আমি আবার নতুন করে জন্মে গেলাম। সৃষ্টিকর্তা না দেখেও তার বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখে এ জীবনে চোখের পানি ফেলেছি বহুবার। আজ কোন এক অসামান্য উপলব্ধিতে আমি আবার চোখ মুছি।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক